সংবাদ

তারিখ ... 19 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

নাঙ্গলকোটে উপবৃত্তির টাকা বিতরণে অনিয়ম

প্রতিনিধি, নাঙ্গলকোট (কুমিল্লা)

কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যলয়ে উপবৃত্তির টাকা বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। গত বৃহস্পতিবার থেকে গত রোববার পর্যন্ত এসব স্কুলে উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ময়ূরা, আলীয়ারা, হেসাখাল, মঘুয়া ও ভাতড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি টাকা থেকে বিভিন্ন অযুহাতে শতে ২০ থেকে ৩০ টাকা করে কেটে রাখছেন প্রধান শিক্ষকরা। আবার কেউ কেউ বঞ্চিত হয়েছে এই উপবৃত্তির টাকা থেকে। ময়ূরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েক জন অভিভাবক জানান, তারা উপবৃত্তির টাকার জন্য গেলে স্যারেরা বলেন, আপনার ছেলে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার কারণে প্রতি শতে ২০ থেকে ৩০ টাকা করে কেটে নেয়া হয়েছে। ছেলেমেয়েদের নিয়েমিত বিদ্যালয়ে পাঠলে সব টাকা দিবো।

তারা আরো বলেন, এলাকার প্রভাবশালী ও বিদ্যালয়ের সদস্যদের ছেলে-মেয়েদের উপবৃত্তির সব টাকা দিচ্ছেন। তারা স্কুলে আসলেও কি, না আসলেও কি? তাদের কাছ থেকে উপবৃত্তির একটি টাকাও কাটা হয় না। অফিস সূত্রে জানা যায়, শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রতি মাসে ৫০ টাকা ও ১ম-৫ম শ্রেণী ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য প্রতি মাসে ১শ টাকা করে উপবৃত্তি ধার্য করা হয়। গত বছরের জুলাই থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত মোট ১২ মাসে শিশু শ্রেণীর প্রতি জন ছাত্র-ছাত্রী জন্য ৬শ টাকা ও ১ম-৫ম শ্রেণীর প্রতি জন ছাত্রছাত্রীকে ১ হাজার ২শ টাকা করে উপবৃত্তির দেয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে ময়ূরা সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম প্রকাশ না করার শর্তে পঞ্চম শ্রেণীর কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, তাদের ১২০০ টাকার দেয়ার কথা থাকলেও ৬শ' টাকা করে উপবৃত্তি দেয়া হয়। হেসাখাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবক জানান, তাদের থেকে ৩৫০ টাকা কেটে নিয়েছে শিক্ষকরা।

এ ব্যাপারে ময়ূরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক মো. জহিরুল ইসলাম মুঠো ফোনে কল দিলে তিনি জানান, আমি এখন ব্যস্ত আছি। অফিসে এসে দেখা করেন।

এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার নবির উদ্দিনের মুঠো ফোনে বেশ কয়েক বার ফোন দিয়েও বক্তব্য নেয়া সম্ভাব হয়নি।